মনোবিজ্ঞান

মনোবিজ্ঞান প্রথম পত্র

প্রথম পত্র অধ্যায় ১

মনোবিজ্ঞান পরিচিতি

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- মনোবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ- Psychology.
- আক্ষরিক অর্থে মনোবিজ্ঞান- আত্মা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।
- মনোবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু- আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া।
- মনোবিজ্ঞানের জন্ম সাল- ১৮৭৯।
- মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি- দর্শন ও শারীরবিদ্যা।
- আমেরিকার প্রথম মনোবিজ্ঞানের বিকাশ করেন- উইলিয়াম জেমস।
- 'Principles of Psychology' গ্রন্থের রচয়িতা- উইলিয়াম জেমস।
- মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসাবে দাঁড় করান- উইলহেম উন্ড এবং উইলিয়াম জেমস।
- 'মনোবিজ্ঞান হলো জীবের আচরণ এবং জ্ঞানীয় প্রক্রিয়ার বিজ্ঞানসম্মত অনুধ্যান' উক্তিটি- উইলিয়াম বার্নকিন্ট, জেফিড ভাউই ও জার্মান এর।
- মনোবিজ্ঞান মূলত অনুধ্যান করে- মানুষের আচরণ ও মানসিক কার্যকলাপ।
- অভ্যন্তরীণ আচরণ- প্রেষণা।
- ১৯৮১ সালে মস্তিষ্ক সম্পর্কিত কাজের জন্য নোবেল পান- রজার স্পেরী।
- মনোবিজ্ঞানের মৌলিক শাখা- পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞান।
- মনোবিজ্ঞানের জনক - ডা: সিগমুণ্ড ফ্রয়েড।
- 'মনোবিজ্ঞান হলো আচরণের বিজ্ঞান' উক্তিটি করেছেন- জন.বি. ওয়াটসন।
- আচরণের মূল- শারীরিক ভিত্তি।
- প্রকৌশল মনোবিজ্ঞানের বিকাশ হয়- দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে।
- অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের মূল বিষয়- স্বভাব বহির্ভূত বা অস্বাভাবিক আচরণ।
- অল্প সংখ্যক দৃষ্টান্ত থেকে সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়া- সাধারণীকরণ।
- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য- যথার্থতা প্রমাণ।
- মনোবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের কেন্দ্রবিন্দু- জীবন্ত প্রাণীর আচরণ।
- মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান সাহায্য করে- আচরণ সম্পর্কে পূর্বাভাস।
- মনোবিজ্ঞান হলো- আচরণের বিজ্ঞান।
- মনোবিজ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায়ে মূল ব্যবহৃত পদ্ধতি- অন্তর্দর্শন পদ্ধতি।
- পরোক্ষ পদ্ধতি- পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি।
- পরীক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য- নিয়ন্ত্রণ।
- তথ্য রাশিকে পরিসংখ্যানের ভাষায় প্রকাশ- পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি।
- চল যত প্রকার- চার প্রকার।
- তথ্য নির্ভুল, যথার্থ ও সংক্ষিপ্ত- পরীক্ষণ পদ্ধতিতে।
- পরিসংখ্যান পদ্ধতির প্রধান কাজ- উপাত্তের বিশ্লেষণ ও সরলীকরণ।
- তথ্য সংগ্রহের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নয়- চিকিৎসামূলক পদ্ধতি।
- যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না- জরিপ পদ্ধতিতে।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. মনোবিজ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞা হচ্ছে- [১০-১১]
ক) চেতনার বিজ্ঞান খ) আত্মার বিজ্ঞান
গ) আচরণের বিজ্ঞান ঘ) আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান উ: ঘ

০২. 'মনোবিজ্ঞান হলো আচরণের বিজ্ঞান' উক্তিটি কার?
ক) ওয়াল্টার পিলসবারী খ) জন.বি ওয়াটসন
গ) উইল জেন ঘ) মর্গান উ: খ

০৩. 'মনোবিজ্ঞান হলো জীবের আচরণ এবং জ্ঞানীয় প্রক্রিয়ার বিজ্ঞানসম্মত অনুধ্যান' কে বলেছেন?
ক) উইলিয়াম বার্নকিন্ট খ) ম্যাকডুগাল
গ) গোল্ডস্টেন ঘ) উইলিয়াম উ: ক

০৪. প্রাণী যা কিছু করে তা হলো-
ক) অজ্ঞান খ) বিজ্ঞান
গ) আচরণ ঘ) মানসিক প্রক্রিয়া উ: গ

০৫. মানসিক প্রক্রিয়া কাকে বোঝায়?
ক) আবেগ খ) অনুভূতি
গ) আচরণ ঘ) ব্যবহার উ: ক

০৬. কীসের কারণে মানসিক ক্রিয়াকলাপ উদ্ভব হয়?
ক) বাহ্যিক আচরণ খ) শারীরিক আচরণ
গ) স্বাভাবিক আচরণ ঘ) অভ্যন্তরীণ আচরণ উ: ক

০৭. মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে মানুষের-
ক) শরীরতত্ত্ব খ) বুদ্ধি
গ) ব্যক্তিত্ব ঘ) অজ্ঞান উ: খ

০৮. 'মনোবিজ্ঞান আচরণ এবং মানব জীবনের সুসংগঠিত অনুধ্যান' উক্তিটি কার-
ক) রবিনসন খ) ওয়াইন
গ) জন.এল ভোগেল ঘ) কিং উ: ক

০৯. প্যাভলভ মূলত-
ক) চিকিৎসাবিদ খ) শারীরবিদ
গ) মনোবিজ্ঞানী ঘ) জীববিজ্ঞানী উ: খ

১০. কর্ম প্রসূত আচরণের সম্পর্কে, পুরস্কার অথবা শাস্তি এ পদ্ধতির প্রবক্তা কে?
ক) বি.এফ স্কীনার খ) প্যাভলভ
গ) কার্ল ইয়ুং ঘ) ফ্রয়েড উ: ক

১১. মানবিক মনোবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় ধারণা-
ক) মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী খ) অভ্যন্তরীণ তাড়না
গ) আত্মপরিদ্ধির চাহিদা ঘ) শারীরিকচাহিদা উ: খ

১২. কোন মনোবিজ্ঞানের কারণে মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে-
ক) পরীক্ষণ খ) শিক্ষণ
গ) প্রত্যক্ষণ ঘ) কৌশল উ: ক

১৩. কোনটি দর্শনের মতোই পুরাতন?
ক) শারীর বিদ্যা খ) গবেষণা
গ) মনোবিজ্ঞান ঘ) মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি উ: ক

১৪. কোনটির মাধ্যমেই বুদ্ধির বিকাশ ঘটে?
ক) আচরণ খ) ব্যক্তিত্ব
গ) কথোপকথন ঘ) প্রত্যক্ষণ উ: ক

১৫. আধুনিক মনোবিজ্ঞানের একটি নতুন ধারা কী?
ক) জ্ঞানীয় দৃষ্টিভঙ্গি খ) আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি
গ) মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ঘ) সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি উ: ক

১৬. মানসিক রোগের চিকিৎসার ইতিহাস কেমন?
ক) আধুনিক খ) অতি আধুনিক
গ) পুরাতন ঘ) বেশ পুরাতন উ: ঘ

১৭. বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় পরিচয় কী?
ক) গবেষণা পদ্ধতি খ) প্রয়োগ পদ্ধতি
গ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ঘ) বিষয়বস্তু উ: ক

CamScanner

প্রথম পত্র

অধ্যায় ২

আচরণের জৈবিক ভিত্তি

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ☑ প্রাণিদেহের সবচেয়ে ব্যাপক ও বড়তন্ত্র- পেশিতন্ত্র।
- ☑ গ্রন্থি থেকে হরমোন নিঃসৃত হয়- অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতে।
- ☑ প্রাণীর অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সাধন ও বাহিরের যোগাযোগ রক্ষা করে- স্নায়ুতন্ত্র।
- ☑ শরীরের পরিবহন সংস্থা- স্নায়ুতন্ত্র।
- ☑ স্নায়ুকোষ- স্নায়ুতন্ত্রের মৌলিক একক।
- ☑ নিউরনের বিশেষত্ব- স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে তথ্য সঞ্চালিত হয়।
- ☑ মস্তিষ্ক ধারণ করে- ১০০-২০০ বিলিয়ন স্নায়ুকোষ।
- ☑ মস্তিষ্কের যে অংশ দর্শনের জন্য দায়ী- পশ্চাৎ অঞ্চল।
- ☑ স্নায়ুকোষের দৈর্ঘ্য- ৩ ফুট পর্যন্ত।
- ☑ কোষ দেহ গঠিত- সাইটোপ্লাজম নামক তরল পদার্থে।
- ☑ স্নায়ু শাখা আবৃত- মায়েলিন সিটে।
- ☑ মায়েলিন সিট তৈরি- গ্লিয়াল কোষ দ্বারা।
- ☑ গঠন অনুসারে স্নায়ুকোষ- ৩ ভাগে বিভক্ত।
- ☑ দুটি স্নায়ুকোষের সংযোগস্থলকে বলে- সন্নিকর্ষ।
- ☑ সন্নিকর্ষের বৈশিষ্ট্য- ৩টি।
- ☑ প্রতিবর্তী ক্রিয়া- ২ ধরনের।
- ☑ মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জুর বাইরের স্নায়ু নিয়ে গঠিত হয়- প্রান্তিক স্নায়ুতন্ত্র।
- ☑ মস্তিষ্কের যে অংশকে গতি সমন্বয় কেন্দ্র বলা হয়- লঘু মস্তিষ্ক।
- ☑ মেরুরজ্জুর দৈর্ঘ্য- ১৭-১৮ ইঞ্চি।
- ☑ মেরুরজ্জুতে মেরুস্নায়ুর সংখ্যা- ৩১ জোড়া।
- ☑ সকল পশ্চাৎ মূলীয় স্নায়ুশাখা- সংবেদী।
- ☑ মেরুরজ্জু নিয়ন্ত্রণ করে- সরল প্রতিবর্ত ক্রিয়া।
- ☑ আচরণের জন্য স্নায়ুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ- মস্তিষ্ক।
- ☑ মস্তিষ্কের ভাগ- ৩টি।
- ☑ মস্তিষ্কের উর্ধ্বাংশ- গুরু মস্তিষ্ক।
- ☑ গুরু মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় খাঁজ- ফিসার।
- ☑ গুরু মস্তিষ্কের সবচেয়ে ছোট খাঁজ- সালসাই।
- ☑ ফিসার ও সালসাই এর মধ্যকার উঁচুস্থান- জাইরি।
- ☑ আবেগ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে- হাইপোথ্যালামাস।
- ☑ শরীরে সোমাসথেটিক ও কাইনেসথেটিক অনুভূতি কাজ করে- শিরকুম্ভ অঞ্চলে।
- ☑ স্পর্শকেন্দ্র বলা হয়- শিরকুম্ভ অঞ্চলকে।
- ☑ প্রভুগ্রন্থি বলা হয়- পিটুইটারি গ্রন্থিকে।
- ☑ শ্রবণের জন্য দায়ী- শিরনিম্ন অঞ্চল
- ☑ সংযোগ স্থাপন কেন্দ্র- থ্যালামাস।
- ☑ দেহের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলীয় কাজের নিয়ন্ত্রক- হাইপোথ্যালামাস।
- ☑ পশ্চাৎ মস্তিষ্ক- ৩টি অংশ।
- ☑ বাল্বের আকৃতিবিশিষ্ট- অধঃমস্তিষ্ক।
- ☑ মেরুরজ্জুর সাথে মস্তিষ্কের যোগাযোগ করে- অধঃমস্তিষ্ক।
- ☑ প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের- ২টি বিভাগ।
- ☑ স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের- ২টি ভাগ।
- ☑ করটিয় ও বক্ষদেশীয় স্নায়ু গঠিত- স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু দ্বারা।
- ☑ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি নিঃসৃত রস- হরমোন।
- ☑ হরমোন- গ্রিক শব্দ।
- ☑ পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়- ৬ ধরনের হরমোন।
- ☑ থাইরক্সিন রসের আধিক্য- গলগণ্ড রোগ।
- ☑ এড্রিনাল কর্টেক্স থেকে নিঃসৃত হয়- ৩ প্রকার হরমোন।
- ☑ পাকস্থলীর নিচে অবস্থিত- অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি।
- ☑ পিনিয়াল গ্রন্থির অবস্থান- গুরু মস্তিষ্কের পশ্চাৎ ও মধ্য মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে।
- ☑ পিনিয়াল গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন- মেলাটোনিন।
- ☑ থাইমাস গ্রন্থির অবস্থান- বক্ষপিঞ্জরের নিচে।
- ☑ থাইমাস গ্রন্থি তৈরি করে- লিম্ফসাইট।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. কোষকে কী বলা হয়-
(ক) জৈবিক একক (খ) দেহের একক
(গ) স্নায়ুতন্ত্রের একক (ঘ) মস্তিষ্কের একক
উঃ (গ)

০২. 'স্নায়ুকোষ বা নিউরন হলো স্নায়ুতন্ত্রের তথ্যের বাহক' উক্তিটি কার-
(ক) ক্রাইডার (খ) কেন্ডাল
(গ) মরগান (ঘ) সলোমন
উঃ (গ)

০৩. কোনটি সংবহন অঙ্গ?
(ক) নাসা পথ (খ) ফুসফুস
(গ) হৃৎপিণ্ড (ঘ) ক্ষুদ্রান্ত্র
উঃ (গ)

০৪. প্রাণীর প্রধান রেচন অঙ্গ-
(ক) ক্ষুদ্রান্ত্র (খ) বৃহদান্ত্র
(গ) পায়ু (ঘ) বৃক্ক
উঃ (ঘ)

০৫. কোনটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র-
(ক) পিটুইটারি গ্রন্থি (খ) স্নায়ুকোষ
(গ) যকৃৎ (ঘ) মুখগহ্বর
উঃ (ক)

০৬. কোষে অবস্থিত ঘন গোলাকার ক্ষুদ্র পিণ্ডকে কী বলে?
(ক) কোষকেন্দ্র (খ) স্নায়ুকেশ
(গ) কোষ আবরণ (ঘ) স্নায়ু শাখা
উঃ (ক)

০৭. কোন ধরনের স্নায়ুকোষে কোন স্নায়ু কোষ নেই-
(ক) এক মেরুবিশিষ্ট (খ) বহু মেরুবিশিষ্ট
(গ) দ্বিমেরুবিশিষ্ট (ঘ) কোনোটিই নয়
উঃ (ক)

০৮. যে স্থানে মায়েলিন সিথ নেই তাকে বলে-
(ক) কোষ কেন্দ্র (খ) স্নায়ু কোষ
(গ) স্নায়ু মাখা (ঘ) রেনভিয়ারে গ্রন্থি
উঃ (ঘ)

০৯. কোন ধরনের স্নায়ুকোষ পেশি সংকোচন নিয়ন্ত্রক-
(ক) স্মরণশীল (খ) কার্যবর্ধক
(গ) সংযোজক (ঘ) গতিবাহী
উঃ (ঘ)

১০. মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ অংশ কী?
(ক) পশ্চাৎ মস্তিষ্ক (খ) মধ্য মস্তিষ্ক
(গ) সম্মুখ মস্তিষ্ক (ঘ) গুরু মস্তিষ্ক
উঃ (গ)

১১. আচরণের জন্য স্নায়ুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ-
(ক) মেরুরজ্জু (খ) স্নায়ুকোষ
(গ) স্নায়ুকেষ (ঘ) মস্তিষ্ক
উঃ (ঘ)

১২. শারীরিক পরিবহনের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল-
(ক) স্নায়ুকোষ (খ) মেরুরজ্জু
(গ) মস্তিষ্ক (ঘ) স্নায়ু
উঃ (খ)

১৩. আবেগ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে-
(ক) থ্যালামাস (খ) হাইপোথ্যালামাস
(গ) লঘু মস্তিষ্ক (ঘ) গুরু মস্তিষ্ক
উঃ (খ)

CamScanner

১৪. হিপোক্যাম্পাস শব্দের উৎপত্তি–
ⓚ গ্রিক ⓛ ফরাসি
ⓜ ল্যাটিন ⓝ ইংরেজি
উ: ⓚ

১৫. সামুদ্রিক মাছের মতো দেখতে–
ⓚ হাইপো ক্যাম্পাস ⓛ থ্যালামাস
ⓜ হাইপোথ্যালামাস ⓝ হিপোক্যাম্পাস
উ: ⓜ

১৬. সেপটাপ হাইপোথ্যালামাসের–
ⓚ পশ্চাৎ ভাগে ⓛ সম্মুখ ভাগে
ⓜ উর্ধ্ব ভাগে ⓝ নিম্নে ভাগে
উ: ⓛ

১৭. বাল্বের আকৃতি বিশিষ্ট–
ⓚ সেতু মস্তিষ্ক ⓛ লঘু মস্তিষ্ক
ⓜ অধঃমস্তিষ্ক ⓝ গুরু মস্তিষ্ক
উ: ⓜ

১৮. রোলান্ড নামে খাঁজের কাছে কোন অঞ্চল অবস্থিত–
ⓚ ভাঁজ অঞ্চল ⓛ গতি অঞ্চল
ⓜ শিরকুম্ভ অঞ্চল ⓝ সংযোগ অঞ্চল
উ: ⓛ

১৯. গুরু মস্তিষ্কের বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে গঠিত অঞ্চল–
ⓚ সংযোগ ⓛ গতি
ⓜ ভাঁজ ⓝ শিরকুম্ভ
উ: ⓚ

২০. থ্যালামাস অবস্থিত মস্তিষ্কের–
ⓚ তৃতীয় গহ্বর ⓛ চতুর্থ গহ্বর
ⓜ দ্বিতীয় গহ্বর ⓝ প্রথম গহ্বর
উ: ⓚ

২১. অধঃ মস্তিষ্কের অপর নাম–
ⓚ সুষুম্নাশীর্ষক ⓛ মেডুলা
ⓜ সেতু মস্তিষ্ক ⓝ শিরকুম্ভ
উ: ⓚ

২২. সংবেদন অঞ্চল ইংরেজি নাম–
ⓚ Sensory area ⓛ Motor area
ⓜ association area ⓝ braintrem
উ: ⓚ

২৩. দেহ খর্বাকৃতি হয় কীসের অভাবে?
ⓚ শরীর বর্ধক হরমোন ⓛ ফলিকল হরমোন
ⓜ লিউটিনাইজর ⓝ থাইরোট্রপিক হরমোন
উ: ⓚ

২৪. থাইরক্সিনের আধিক্যে হয়–
ⓚ গোদ রোগ ⓛ রাতকানা
ⓜ গলগণ্ড ⓝ সায়মন্ড
উ: ⓜ

২৫. কঠিন রসের ক্ষরণের স্বল্পতা হলে হয়–
ⓚ গলগণ্ড ⓛ এডিসন
ⓜ রাতকানা ⓝ সায়মন্ড
উ: ⓛ

২৬. অত্যন্ত উত্তেজনক হরমোন–
ⓚ ফলিকল ⓛ এড্রিনালিন
ⓜ কর্টিসন ⓝ শরীরবর্ধক
উ: ⓛ

২৭. প্রাণি দেহ অসংখ্য কী দিয়ে গঠিত?
ⓚ কোষ ⓛ অন্ত্র
ⓜ পেশি ⓝ মস্তিষ্ক
উ: ⓚ

২৮. প্রাণি দেহের প্রধান রেচন অঙ্গ কোনটি?
ⓚ বৃক্ক ⓛ কোষ
ⓜ জরায়ু ⓝ ত্বক
উ: ⓚ

প্রথম পত্র

অধ্যায় ৩

বংশগতি ও পরিবেশ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

☑ সমাজের সংস্পর্শের বাইরে পালিত শিশুকে– ফেরেলমানব বলে।
☑ বংশগতি হলো– জন্মসূত্রে অর্জিত প্রবণতার সমষ্টি।
☑ জীবকোষের প্রাণপঙ্ককে বলে– জীবনের মূল সত্তা।
☑ বংশগতির বাহক হলো– জীবনের মূল সত্তা।
☑ জীবকোষে ক্রোমোসোমের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন– গ্রেগর মেন্ডেল।
☑ জনন কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা– ২৩ জোড়া।
☑ বংশগতির বাহক হলো– জিন।
☑ বিশেষ গুণসম্পন্ন জিন– সবল জিন।
☑ দুর্বল জিনের গুণ– সুপ্ত থাকে।
☑ জিন গর্বিত হয়– রাসায়নিক উপাদান সংমিশ্রণে।
☑ জিন এর অন্য নাম– রাসায়নিক মোড়ক।
☑ ডিএনএ এর আকৃতি হয়– প্যাঁচানো।
☑ প্রোটিন তৈরির কাজে অংশগ্রহণ করে – RNA.
☑ শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ করে– 'X' ও 'Y' ক্রোমোসোম।
☑ একজাতীয় লিঙ্গের হয়– অভিন্ন যমজ।
☑ ব্যক্তির পরিবেশ বিভক্ত– দুই ভাগে।
☑ সন্তানধারণের উপযুক্ত বয়স– ২০-৩৫ বছর।
☑ গর্ভে একাধিক ভ্রূণ থাকলে– স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
☑ রক্তের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান– R_H উপাদান।
☑ জন্ম-পরবর্তী পরিবেশ বিভক্ত– দুই ভাগে।
☑ পরিপক্বতার ফলে– মস্তিষ্কের বিকাশ হয়।
☑ যে সকল যমজদের শরীর পরস্পর সংযুক্ত থাকে তাদের– যুক্তদেহী যমজ বলে।
☑ 'Siamese Twins' বলা হয়– যুক্তদেহী যমজ।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. জীব কোষের প্রাণকেন্দ্রকে বলা হয়–
ⓚ প্রোটোপ্লাজম ⓛ নিউক্লিয়াস
ⓜ বংশগতির বাহক ⓝ কোষ
উ: ⓜ

০২. প্রতিটি জনন কোষে ক্রোমোসোম থাকে–
ⓚ ২২টি ⓛ ৪৩টি
ⓜ ৪৬টি ⓝ ২৩টি
উ: ⓜ

০৩. জীবকোষে ক্রোমোসোমের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন–
ⓚ কিংসলি ডেভিস ⓛ গ্রেগর মেন্ডেল
ⓜ কার্ল রোজর্স ⓝ মার্ক
উ: ⓛ

০৪. শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে প্রধান ভূমিকা রাখে–
ⓚ বংশগতি ও পরিবেশ ⓛ পরিবেশ
ⓜ অভিভাবক ⓝ বংশগতি
উ: ⓚ

০৫. মাতৃজনন কোষে যে ক্রোমোসোম পাওয়া যায় তা হলো–
ⓚ xx ⓛ xy
ⓜ yy ⓝ x
উ: ⓝ

CamScanner

০৬. x ক্রোমোসোমের ডিম্বাণু y ক্রোমোসোমের শুক্রাণুর সাথে মিলিত হলে সন্তানটি হয়–
(ক) মেয়ে (খ) ছেলে
(গ) যমজ (ঘ) কোনোটিই নয় **উ: খ**

০৭. 'Siamese twins' বলা হয়–
(ক) ভিন্ন যমজ (খ) অভিন্ন যমজ
(গ) জোড়া অভিন্ন (ঘ) যুক্তদেহী যমজ **উ: ঘ**

০৮. অভিন্ন যমজদের যে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে হুবহু মিল থাকে তা হলো–
(ক) স্বভাবগত (খ) বংশগত
(গ) আচরণগত (ঘ) পরিবেশগত **উ: খ**

০৯. অভিন্ন যমজদের নিয়ে পরীক্ষণ করেন–
(ক) নিউম্যান (খ) মেন্ডেল
(গ) মার্ক (ঘ) কার্ল রোজস **উ: ক**

১০. ক্রোমোসোমের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রাসায়নিক পদার্থকে বলে–
(ক) জিন (খ) DNA
(গ) RNA (ঘ) কোষ **উ: ক**

১১. কোনটিকে পূর্বে বংশগতির বাহক মনে করা হতো?
(ক) ক্রোমোসোম (খ) প্রাণকেন্দ্র
(গ) জিন (ঘ) ভ্রূণ **উ: ক**

প্রথম পত্র
অধ্যায় ৪
প্রেষণা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- মানুষ ও প্রাণীর আচরণের ব্যাখ্যা দিতে হলে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন হয়– প্রেষণার।
- আচরণের অন্যতম প্রধান নির্ধারক হলো– প্রেষণা।
- Motivation শব্দটির উৎস হলো– Motive.
- 'প্রেষণা বলতে সেই প্রক্রিয়াসমূহকে বুঝায় যা আমাদের আচরণের সূত্রপাত ঘটায়, বজায় রাখে ও পরিচালনা করে' উক্তিটি– জন.এল. ভোগেলের।
- প্রেষণা প্রাণীকে জোগায়– কর্মশক্তি।
- 'Motivation Cycle' অর্থ হলো– প্রেষণা চক্র।
- প্রেষণা আবর্তিত হয়– চক্রের আকারে।
- প্রেষণা চক্রে স্তর থাকে– ৪টি।
- অভাববোধ– প্রেষণা চক্রের একটি স্তর।
- মানুষের অধিকাংশ আচরণ– প্রেষিত আচরণ।
- প্রাণী কেমন আচরণ করবে তা নির্ভর করে তার– প্রেষণার ওপর।
- প্রেষিত আচরণ হলো– নির্বাচনমূলক।
- মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা– ৯৮.৪° ফারেনহাইট।
- প্রেষিত আচরণের মাধ্যমে শরীরের যন্ত্রমণ্ডলীর– ভারসাম্য রক্ষা হয়।
- ক্ষুধা বা তৃষ্ণা সৃষ্টি হয়ে থাকে– অভ্যন্তরীণ কলার পরিবর্তনের ফলে।
- শরীরে অভাববোধ দেখা দেয়– অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন থেকে।
- ক্ষুধার সাথে রক্তে শর্করার সম্পর্ক পরীক্ষণ করেন– Luckhardt এবং Carlsen.
- প্রেষিত আচরণ সর্বদাই– গন্তব্যস্থলাভিমুখী ও উদ্দেশ্যমূলক।
- প্রাণীর প্রেষণা যত তীব্র হয়– প্রাণীর কর্মচাঞ্চল্য তত বাড়ে।
- প্রেষণাকে ২ ভাগে বিভক্ত করেন– H.A Murray.
- H.A প্রেষণাকে যে ২ ভাগে বিভক্ত করেন তা হলো– শারীরবৃত্তীয় ও অর্জিত প্রেষণা।
- Physiological Motives অর্থ হলো– জৈবিক বা শারীরবৃত্তীয় প্রেষণা।
- দুটি ভাগ ছাড়া ও অন্য একটি প্রেষণা রয়েছে তা হলো– সামাজিক প্রেষণা।
- জৈবিক প্রেষণার উদাহরণ হলো– ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা।
- জৈবিক প্রেষণার বৈশিষ্ট্য হলো– ৬ প্রকার।
- হাইপো থ্যালামাসের যে দুটি নির্দিষ্ট এলাকা ক্ষুধার সাথে সম্পর্কযুক্ত– লেটারাল ও ভেনট্রোমেডিক্যাল।
- হাইপো থ্যালামাসের যে স্থান তৃষ্ণা নিবারণ করে তা হলো– Water pegion.
- রক্তচাপ দেখা দিলে কিডনি যে এনজাইম নির্গত করে তা হলো– রেনিন।
- জৈবিক প্রক্রিয়ার তৃষ্ণা হলো– ড্রিংকিং সার্কিটের কার্যকলাপের অনুরূপ অবস্থা।
- ড্রিংকিং সার্কিট গঠিত হয়– টিস্যু, অঙ্গ ও স্নায়ুতন্ত্রের সাথে স্নায়ুবিক ও হরমোনগত সংযোজকের ফলে।
- এস্ট্রোজেন হরমোন নির্গত হয়– ডিম্বাশয় থেকে।
- পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়– প্রোলেকটিন হরমোন।
- একত্রে বসবাস করার প্রেষণা হলো– গোষ্ঠীগত প্রেষণা।
- সামাজিক প্রেষণাকে মৌলিক শ্রেণিতে বিভক্ত করেন– মনোবিজ্ঞানী থমাস।
- যূথচারিতা একটি– সামাজিক প্রেষণা।
- রক্তের চাপ পরিমাপ করা হয়– প্রেসারগজ দ্বারা।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. প্রেষণা হলো একটি–
(ক) গতিশীল অবস্থা (খ) গতিহীন অবস্থা
(গ) নিষ্ক্রিয় অবস্থা (ঘ) কোনোটিই নয় **উ: ক**

০২. ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ক্ষুধা মিটাবার জন্য যে চাঞ্চল্যবোধ করে তাকে বলে–
(ক) তাড়না (খ) অভাববোধ
(গ) করণ আচরণ (ঘ) উদ্দেশ্য সাধন **উ: ক**

০৩. জৈবিক প্রেষণার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি–
(ক) শিক্ষার্জিত (খ) আচরণগত
(গ) জন্মগত (ঘ) পরিবেশগত **উ: গ**

০৪. শরীরের ভারসাম্য সংস্থাপক হিসেবে কাজ করে–
(ক) জৈবিক প্রেষণা (খ) সামাজিক প্রেষণা
(গ) আচরণভিত্তিক প্রেষণা (ঘ) জন্মগত প্রেষণা **উ: ক**

০৫. ক্ষুধা হলো একটি প্রেষণা যাকে বলে–
(ক) মৌলিক (খ) জৈবিক
(গ) সামাজিক (ঘ) শারীরিক **উ: খ**

০৬. মস্তিষ্কের যে অংশ প্রাণীর নিদ্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে তা হলো–
(ক) লেটারল (খ) ভেনট্রো মেডিক্যাল
(গ) রেটিকুলার ফরমেশান (ঘ) এস্টাডিওল **উ: গ**

০৭. অধিকাংশ প্রাণীর মধ্যে যে প্রেষণা দেখা যায়–
(ক) অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য (খ) শারীরিক ভারসাম্য
(গ) সাধারণ প্রেষণা (ঘ) জৈবিক প্রেষণা **উ: ঘ**

০৮. কোন প্রক্রিয়া আমাদের আচরণের সূত্রপাত ঘটায়?
(ক) তাড়না (খ) করণ
(গ) প্রেষণা (ঘ) উদ্দেশ্য **উ: গ**

০৯. কোন স্থান তৃষ্ণা নিয়ন্ত্রণ করে?
(ক) Water region (খ) Drinking circuits
(গ) Antiduratic Hormone (ঘ) Angiotensin II **উ: ঘ**

১০. কোনটি প্রতিষ্ঠা লাভের প্রাথমিক সোপান?
(ক) সফলতা (খ) নিরাপত্তা
(গ) চাহিদা (ঘ) আকাঙ্ক্ষা **উ: ঘ**

CamScanner

প্রথম পত্র
অধ্যায় ৫

আবেগ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- এক ধরনের অস্থির ভাবাবেগ বা অনুভূতি হলো– আবেগ।
- 'Emotion' শব্দটির উৎপত্তি– Emovere থেকে।
- 'Emovere' শব্দটি একটি– ল্যাটিন শব্দ।
- প্রাণীর মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়– উদ্দীপকের সাহায্যে।
- আবেগ ও অনুভূতি– দুটি ভিন্ন।
- উদ্দীপকের সাহায্যে প্রাণীর মধ্যে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় তাকে বলে– আবেগ।
- অনুভূতি নির্দেশ করে– আবেগের আত্মনিষ্ঠ দিক বা অভিজ্ঞতাকে।
- আবেগকালীন সময়ে যে শারীরিক পরিবর্তন ঘটে– তার বস্তুনিষ্ঠ পরিমাপ সম্ভব।
- বহুদূর পর্যন্ত পরিধি প্রসারিত– আবেগের।
- আবেগের মৌলিক অনুভূতি দুটি হলো– সুখ ও দুঃখ।
- আবেগের সময়কালকে বিভক্ত করা হয়– ৩ ভাগে।
- জন্মের পর থেকে দু'বছর পর্যন্ত বিকাশ পর্যায়কে বলে– প্রাক-শৈশবকাল।
- প্রাক-শৈশবকালের একটি বৈশিষ্ট্য হলো– শিশুর আবেগ নিয়ন্ত্রণযোগ্য।
- শৈশবকালকে ভাগ করা যায়– শৈশবে প্রথম ও শেষ পর্যায়।
- শৈশবকাল এবং যৌবনকালের মধ্যবর্তী সময়কে– বয়ঃসন্ধিকাল বলে।
- সমবেদী স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এরা– উত্তেজকধর্মী।
- পরাসমবেদী স্নায়ুতন্ত্র– তীব্র আবেগকে উপশম করতে সাহায্য করে।
- আবেগের ফলে– শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে।
- আবেগের আচরণগত পরিবর্তনগুলো হলো– আবেগকালীন শারীরিক পরিবর্তন ও আবেগকালীন মানসিক পরিবর্তন।
- শ্বাস-প্রশ্বাসের পরিবর্তন পরিমাপ করা হয়– নিউমোগ্রাফের সাহায্যে।
- আবেগের সময় রক্তে যে হরমোন নিঃসরণ হয় তা হলো– এড্রিনাল মেডুলা এড্রিনালিন।
- আবেগের মূলত দুটি দিক– গঠনমূলক ও ধ্বংসাত্মক।
- আবেগকালীন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলো– সক্রিয় হয়।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. আবেগের মূলে রয়েছে–
ক অভ্যাস | খ সহজাত প্রবৃত্তি
গ পরিবেশ | ঘ আচরণ
উঃ খ

০২. 'আবেগ হলো একটি অনুভূতিমূলক অভিজ্ঞতা, যা শারীরিক উত্তেজনার কারণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনকারীর নিকট যার অর্থ রয়েছে।' উক্তিটি–
ক জন সি.রাচ | খ সলোমন
গ গ্রেথাল্স | ঘ বার্ক
উঃ ক

০৩. আবেগের সময় প্রাণীর ভিতরের যে পরিবর্তন দেখা যায় তা–
ক বাহ্যিক | খ এলোমেলো
গ অভ্যন্তরীণ | ঘ সুনির্দিষ্ট
উঃ গ

০৪. আবেগের ক্রমবিকাশের প্রথম পর্যায় হলো–
ক শৈশবকাল | খ যৌবনকাল
গ প্রাক-শৈশব | ঘ বয়ঃসন্ধি
উঃ গ

০৫. 'Puberty' অর্থ হলো–
ক শৈশব | খ প্রাক-শৈশব
গ বয়ঃসন্ধিকাল | ঘ যৌবন
উঃ গ

০৬. আবেগের দৈহিক উত্তেজনা সৃষ্টিতে কাজ করে–
ক থ্যালামাস | খ হাইপোথ্যালামাস
গ পিটুইটারিগ্রন্থি | ঘ মেডুলা
উঃ খ

০৭. আবেগময় আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে–
ক এমিগডালা | খ লিম্বিকতন্ত্র
গ মস্তিষ্ক আবরণ | ঘ কর্টেক্স
উঃ গ

০৮. রক্তের চাপ পরিমাপ করা হয় যা দ্বারা–
ক প্রেসারগজ | খ মিটারগজ
গ পিউপিলো মিটার | ঘ ইডিআর যন্ত্র
উঃ গ

০৯. কোনটি সহজাত ধর্ম?
ক আবেগ | খ অভিজ্ঞতা
গ সুখ | ঘ দুঃখ
উঃ ক

১০. কোনটির দৈহিক প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়?
ক আবেগের | খ অনুভূতির
গ আচরণের | ঘ উত্তেজনার
উঃ ক

১১. কোনটির প্রবণতা সবার মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়?
ক ক্রোধ | খ কৌশল
গ বুদ্ধি | ঘ কৌতূহল
উঃ খ

১২. প্রাণীর দেহের একটি আলোড়িত অবস্থা কী?
ক আবেগ | খ ধ্বংস
গ ভয় | ঘ ঘুম
উঃ গ

প্রথম পত্র
অধ্যায় ৬

শিক্ষণ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- প্রকৃতির সাথে সংগতি বিধান হলো– জীবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- অতীত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নতুন বিষয় আয়ত্ত করাকে– শিক্ষণ বলে।
- 'শিক্ষণকে অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত আচরণের তুলনামূলক স্থায়ী পরিবর্তন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়' উক্তিটি– উইলিয়াম বাসকিস্টের।
- শিক্ষণকে সংজ্ঞায়িত করা যায়– আচরণের তুলনামূলক স্থায়ী পরিবর্তন হিসেবে।
- সব ধরনের শিক্ষণে সাধারণত থাকে– শর্ত ও উপাদান।
- শিক্ষণের একটি উপাদান হলো– সংযোগ বা অনুষঙ্গ।
- কোন স্থান বা কালে দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী সম্পর্ককে বলে– সংযোগ।
- প্রেষণা শিক্ষণের– অতি প্রয়োজনীয় শর্ত।
- প্রাণী আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যমূলক অভিযোজন ক্ষমতা অর্জন করে– পরিণমনের ফলে।
- শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিকে বলে– পরিণমন বা পরিপক্বতা।
- শিক্ষণের সাথে সম্পর্ক আছে– পরিপক্বতার।
- শিক্ষণের জন্য একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হলো– অভিজ্ঞতা বা অনুশীলন।
- শিক্ষণের ক্ষেত্রে আচরণের পরিবর্তন মূলত– অর্জিত।
- শিক্ষণের একটি মাধ্যম হলো– সহায়ক শিক্ষণ।
- প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষণ প্রথম আবিষ্কার করেন– এডওয়ার্ড এল. থর্নডাইক।
- থর্নডাইক ধাঁধা বাক্স পরিক্ষণের মাধ্যমে যে সূত্র প্রণয়ন করেন তা হলো– ফল লাভের সূত্র।
- সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়াকে বলে– চিরায়ত সাপেক্ষীকরণ।
- সাপেক্ষীকরণ মতবাদ অনুযায়ী উদ্দীপকগুলো হলো– সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ।
- বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীর প্রতিক্রিয়া– ভিন্ন হয়।

CamScanner

☑ যে উদ্দীপক প্রাণিদেহে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া করে তাকে বলে- স্বাভাবিক বা অসাপেক্ষ উদ্দীপক
☑ অসাপেক্ষ উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়াকে বলে- স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।
☑ সাপেক্ষ উদ্দীপক কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিক্রিয়াকে বলে- প্রতিবর্তী ক্রিয়া।
☑ চিরায়ত সাপেক্ষীকরণের একটি প্রক্রিয়া হলো- অবলুপ্তি।
☑ চিরায়ত সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়াগুলো হলো- বিলম্বিত যাপে সাপেক্ষীকরণ, যুগপৎ সাপেক্ষীকরণ ও ছাপ সাপেক্ষীকরণ।
☑ দুটি সাপেক্ষ উদ্দীপকের মধ্যে পার্থক্য করাকে বলে- পৃথকীকরণ।
☑ সহায়ক শিক্ষণকে- করণ শিক্ষণও বলা যায়।
☑ সহায়ক শিক্ষণ চিরায়ত সাপেক্ষীকরণের- বর্ধিত ও উন্নত রূপ।
☑ সহায়ক শিক্ষণের প্রধান বৈশিষ্ট্য- অভীষ্ট লাভ।
☑ নির্ভুল প্রতিক্রিয়া কাজ করে- বলবর্ধকের সহায়ক হিসেবে।
☑ সহায়ক শিক্ষণের একটি বৈশিষ্ট্য হলো- প্রাণীর মধ্যে প্রেষণা বিদ্যমান হতে হবে।
☑ সহায়ক শিক্ষণ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন- বি এফ স্কিনার।
☑ বি. এফ স্কিনার যে বাক্সটি দ্বারা পরীক্ষণ করেন তাকে- 'স্কিনার বাক্স' বলে।
☑ উদ্দীপকের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়- জ্ঞানগত শিক্ষণে।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. শিক্ষণ হলো অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংঘটিত আচরণ বা জ্ঞানের তুলনামূলক স্থায়ী পরিবর্তন উক্তিটি করেন-
ⓚ উইলিয়াম বাসকিস্ট ⓛ মর্গান ⓜ কিং ⓝ জন.সি.রাচ উ: ⓚ

০২. শিক্ষণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে-
ⓚ পরিবেশের ⓛ আচরণের ⓜ পারিপার্শ্বিকতার ⓝ মানসিকার উ: ⓛ

০৩. শিক্ষণের ওপর মনোগ্রাফ লেখেন-
ⓚ থর্ন্ডাইক ⓛ স্কিনার ⓜ মর্গান ⓝ রাসেল্‌স উ: ⓚ

০৪. থর্ন্ডাইকের মতবাদের সমালোচনা করেন-
ⓚ এডামস ⓛ স্কিনার ⓜ কিং ⓝ মর্গান উ: ⓚ

০৫. সাপেক্ষীকরণ ক্রিয়া ধারণাটি প্রচলন করেন-
ⓚ প্যাভলভ ⓛ মর্গান ⓜ স্কিনার ⓝ হবহাউজ উ: ⓚ

০৬. প্যাভলভ নোবেল পুরস্কার পান-
ⓚ ১৯০৫ ⓛ ১৯০৭ ⓜ ১৯০৪ ⓝ ১৯০৯ উ: ⓜ

০৭. 'Operant' শব্দটি ব্যবহার করেন-
ⓚ ওয়াইনী ওয়াইটেন ⓛ বি এফ. স্কিনার ⓜ গ্রোথালম ⓝ মর্গান উ: ⓛ

০৮. করণ শিক্ষণ সম্পর্কে থর্ন্ডাইকের কাজকে তরান্বিত করে-
ⓚ মর্গান ⓛ কেপলার ⓜ স্কিনার ⓝ কিং উ: ⓜ

০৯. সাপেক্ষীকরণ ক্রিয়ার প্রবর্তক হলেন-
ⓚ হলম্যান ⓛ মর্গান ⓜ স্কিনার ⓝ প্যাভলভ উ: ⓝ

১০. সমস্যা সংকুল ঘটনার উপাদানগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করে সমস্যার সমাধানকে বলে-
ⓚ অভিজ্ঞান ⓛ শিক্ষণ ⓜ পরিজ্ঞান ⓝ জ্ঞান উ: ⓜ

১১. পরিজ্ঞানমূলক শিক্ষণ মতবাদের প্রবর্তক হলেন-
ⓚ কেপলার ⓛ মর্গান ⓜ স্কিনার ⓝ কোহলার উ: ⓝ

১২. আচরণের পরিবর্তন কেমন হতে হবে?
ⓚ দীর্ঘস্থায়ী ⓛ ক্ষণস্থায়ী ⓜ দ্রুত ⓝ ধীরে উ: ⓚ

১৩. চিরায়ত সাপেক্ষীকরণের একটি বর্ধিত রূপ হলো-
ⓚ সহায়ক শিক্ষণ ⓛ প্রশিক্ষণ ⓜ প্রয়োগ ⓝ গবেষণা উ: ⓚ

প্রথম পত্র
অধ্যায় ৭

শিক্ষণ প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

☑ শিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো- অর্জন।
☑ উদ্দীপকের সাথে প্রতিক্রিয়ার সংযোগের পরিমাণ বৃদ্ধির পেলে- শিক্ষণ প্রক্রিয়াও বৃদ্ধি পায়।
☑ চিরায়ত সাপেক্ষীকরণের লক্ষ্য- সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া অর্জনে প্রাণীর প্রচেষ্টার হার নির্ধারণ করা।
☑ সাপেক্ষ উদ্দীপক ও অসাপেক্ষ উদ্দীপক যদি একই সাথে উপস্থাপন করা হয় তাকে বলে- যুগপৎ সাপেক্ষীকরণ।
☑ বিলম্বিত, যুগপৎ ও ছাপ সাপেক্ষীকরণের অন্য নাম- অগ্রবর্তী চিরায়ত সাপেক্ষীকরণ।
☑ কোনো বিষয় শিক্ষণের পর তা ভুলে যাওয়াকে বলে – শিক্ষণের অবলুপ্তি।
☑ শিক্ষণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য- স্বতঃস্ফূর্ত পুনরাগমন।
☑ অভিযোজনমূলক আচরণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো- সাধারণীকরণ।
☑ উদ্দীপকের মধ্যে যত বেশি সাদৃশ্য থাকবে- সাধারণীকরণ তখন প্রবল হবে।
☑ গ্যালভানিক চর্ম প্রতিক্রিয়া হলো- সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া।
☑ দুটি সাপেক্ষ উদ্দীপকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করাকে বলে- পৃথকীকরণ।
☑ বলবর্ধক প্রক্রিয়া- সন্তুষ্টি, বলীয়নকারী ইত্যাদি নামেও পরিচিত।
☑ উদ্দীপক সংযোগ প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী হয়ে থাকে- বলবর্ধকের ফলে।
☑ যেসব দ্রব্য দ্বারা জৈবিক প্রেষণার উপশম হয় তাকে বলে- মুখ্য বলবর্ধক।
☑ সামাজিক প্রেষণা যার দ্বারা পরিতৃপ্তি লাভ করে তাকে বলে- গৌণ বলবর্ধক।
☑ কোনো একটি কাজ করার পর যে বলবর্ধক গ্রহণ করলে উক্ত কাজ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় তাকে বলে- ধনাত্মক বলবর্ধক।
☑ বলবর্ধক প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে- শিক্ষণ।
☑ কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিক্রিয়া করা পরের বলবর্ধককে বলে- অনুপাত অনুসূচি।
☑ প্রতিটি বলবর্ধকের জন্য প্রতিক্রিয়ার সময়- পরিবর্তিত হয়।
☑ শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় পড়ে- অতীত অভিজ্ঞতার।
☑ পূর্বের অভিজ্ঞতা শিক্ষণকে সহায়তা বা বাধা দিলে তাকে বলে- শিক্ষণের সঞ্চালন।
☑ শিক্ষণের সঞ্চালনের অপর নাম- প্রশিক্ষণের সঞ্চালন।
☑ শিক্ষণের সঞ্চালন তিন ধরনের- ধনাত্মক, ঋণাত্মক, শূন্য।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. আচরণের পরিবর্তন যা কম বা বেশি দীর্ঘস্থায়ী তাকে বলে–
ক সহায়ক শিক্ষণ | খ অবলুপ্তি
গ শিক্ষণ | ঘ সাপেক্ষীকরণ
উ: গ

০২. 'Delay Conditioning' এর অর্থ–
ক সাপেক্ষীকরণ | খ বিলম্বিত সাপেক্ষীকরণ
গ যুগপৎ সাপেক্ষীকরণ | ঘ ছাপসাপেক্ষীকরণ
উ: গ

০৩. 'একটি মাত্র প্রচেষ্টায় শিক্ষণ সম্ভব' এ মতবাদটির প্রবর্তক হলেন–
ক ক্লার্ক | খ কোহলার
গ গার্গী | ঘ গাথরী
উ: ঘ

০৪. কোন এ পরিবেশে শিক্ষণকৃত প্রতিক্রিয়া একই ধরনের অন্য পরিবেশে সম্পাদন করাকে বলে–
ক অবলুপ্তি | খ অর্জন
গ পৃথকীকরণ | ঘ সার্বিকীকরণ
উ: ঘ

০৫. সাধারণীকরণ প্রক্রিয়ার পরিক্ষণটি প্রথম করেন–
ক কোহলার | খ হোওল্যান্ড
গ গার্গী | ঘ মর্গান
উ: খ

০৬. শিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো–
ক অবলুপ্তি | খ অর্জন
গ বলবর্ধক | ঘ পৃথকীকরণ
উ: গ

০৭. বলবর্ধককে প্রেষণার উপশমকারী বলেন–
ক মর্গান | খ ক্লার্ক
গ কিং | ঘ হোভল্যান্ড
উ: খ

০৮. সংযোগকে শক্তিশালী করে যে অবস্থা তাকে বলে–
ক বলবর্ধক | খ অবলুপ্তি
গ শিক্ষণ | ঘ অর্জন
উ: ক

০৯. যে বলবর্ধককে বর্জন করলে আচরণের প্রবণতা বাড়ে তাকে বলে–
ক শূন্যবলবর্ধক | খ ধনাত্মক
গ ঋণাত্মক | ঘ ধনাত্মক-ঋণাত্মক
উ: গ

১০. পুরস্কার হিসেবে ব্যবহৃত হয়–
ক ধনাত্মক বলবর্ধক | খ ঋণাত্মক বলবর্ধক
গ শূন্যবলবর্ধক | ঘ কোনোটিই নয়
উ: ক

১১. মস্তিষ্কের বাম গোলার্ধ শরীরের যে অংশ নিয়ন্ত্রণ করে তা হলো–
ক বাম অংশ | খ সম্মুখ অংশ
গ ডান অংশ | ঘ মেরুদণ্ড
উ: গ

১২. পূর্ববর্তী শিক্ষণ পরবর্তী শিক্ষণকে সহায়তা করলে তাকে বলে–
ক ঋণাত্মক শিক্ষণ | খ ছাপ শিক্ষণ
গ ধনাত্মক শিক্ষক | ঘ শূন্য শিক্ষণ
উ: গ

১৩. কোনটি শিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য?
ক অর্জন প্রক্রিয়া | খ বর্জন প্রক্রিয়া
গ প্রবণতা | ঘ বর্জন
উ: ক

১৪. বলবর্ধকের ফলে উদ্দীপক সংযোগ কেমন হয়ে থাকে?
ক শক্তিশালী | খ দুর্বল
গ আসল | ঘ নকল
উ: ক

১৫. শিক্ষণের জন্য কী প্রয়োজন?
ক উদাহরণ | খ শক্তি
গ প্রচেষ্টা | ঘ সময়
উ: গ

প্রথম পত্র
অধ্যায় ৮

স্মৃতি ও বিস্মৃতি

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- স্মরণ রাখার ক্ষমতাকে বলা হয়– স্মৃতি।
- স্মৃতি হলো– অতীত অভিজ্ঞতার যথাসম্ভব পুনরুৎপাদন।
- মানব স্মৃতি হলো একটি– উন্নত জটিল ও উত্তেজক প্রক্রিয়া।
- প্রক্রিয়াজাত তথ্যকে দীর্ঘদিন রক্ষণাবেক্ষণ করাকে বলে– সংরক্ষণ।
- স্মৃতির প্রথম অঙ্গ বা স্তর হলো– শিক্ষণ।
- স্মৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো– সংরক্ষণ।
- স্মরণ প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ থাকে– প্রত্যভিজ্ঞা ছাড়া।
- সংবেদী স্মৃতি হলো– স্মৃতির প্রথম পর্যায়।
- সংবেদী স্মৃতি স্থায়ী হয়– এক সেকেন্ডের এক ভগ্নাংশের সময়ের জন্য।
- সংবেদী স্মৃতিতে যে তথ্য ধারণ করা হয় তাকে– প্রাথমিক সংবেদী তথ্য বলে।
- তথ্যকে দীর্ঘ সময়ব্যাপী ধারণ করতে পারে– দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি।
- স্বল্পস্থায়ী স্মৃতির কিছু তথ্য প্রক্রিয়াজাত করে প্রেরণ করা হয়– দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিভান্ডারে।
- স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি থেকে তথ্য দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে স্থানান্তরিত করা হয়– নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।
- বিস্তারিত মহড়াকে বলা হয়– মানসিক কাজ।
- নির্দিষ্ট কোনো তথ্যকে পুনরুৎপাদন করা সহজ হয়– তথ্যকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করার মাধ্যমে।
- স্বল্পস্থায়ী স্মৃতির ছাপ– স্বতঃ পরিবর্তনশীল।
- স্মৃতি পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো– পুনরুদ্রেক পদ্ধতি।
- পুনর্শিক্ষণ পদ্ধতিকে– সঞ্চয় পদ্ধতিও বলে।
- পুনর্শিক্ষণ পদ্ধতির সূত্রটি–

$$\text{সঞ্চয়} = \frac{\text{শিক্ষণের চেষ্টা} - \text{পুনর্শিক্ষণের চেষ্টা}}{\text{শিক্ষণের চেষ্টা}} \times ১০০।$$

- স্মৃতির পরিমাপ করা যায়– প্রতিক্রিয়ার গতি পরিমাপের মাধ্যমেও।
- মস্তিষ্ক ধারণ করতে পারে– অভিজ্ঞতার এক ভগ্নাংশ।
- Method of reconstruction অর্থ হলো– পুনর্গঠন পদ্ধতি।
- স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি ভান্ডারের ধারণ ক্ষমতা হলো– ৭ + ২।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. 'যা পূর্বে শিক্ষা লাভ করা হয়েছে, তা স্মরণ করাই স্মৃতি' উক্তিটি–
ক ক্রাইডার | খ উডওয়ার্থ
গ সলোমন | ঘ গোথালস্
উ: খ

০২. সংবাদ বা তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হয়–
ক স্মৃতিকে | খ শিক্ষণকে
গ সংযোজনকে | ঘ ক্ষণস্থায়ীস্মৃতিকে
উ: ক

০৩. 'তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ' তত্ত্বটির প্রবর্তক–
ক গোথালস্ | খ ক্রাইডার
গ এটকিনসন | ঘ কিং
উ: গ

০৪. স্মৃতির প্রধান মৌলিক প্রক্রিয়া হলো–
ক সংরক্ষণ | খ সংকেত গ্রহণ
গ প্রত্যাগমন | ঘ শিক্ষণ
উ: খ

০৫. স্মৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো–
ক শিক্ষণ | খ উদ্দীপক
গ প্রতিক্রিয়া | ঘ সংরক্ষণ
উ: ক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৬. স্মরণের অপরিহার্য হলো–
ক প্রত্যভিজ্ঞা খ সংরক্ষণ
গ পুনরুদ্রেক ঘ শিক্ষণ
উ: ক

০৭. ত্রি-উপাদান মডেল তৈরি করেন–
ক রিচার্ড শিফ্রিন খ থ্রোথালস
গ ক্রাইডার ঘ মর্গান
উ: ক

০৮. সংবেদী স্মৃতিতে তথ্য স্থায়ী হয়–
ক ১৮ সেকেন্ড খ ১-৪ সেকেন্ড
গ ২০-২২ সেকেন্ড ঘ ১৫ সেকেন্ড
উ: খ

০৯. ২০ সেকেন্ড এর কম তথ্য স্থায়ী হয়–
ক সংবেদী স্মৃতিতে খ ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিতে
গ দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে ঘ স্বল্পস্থায়ী স্মৃতিতে
উ: খ

১০. একটি নির্দিষ্ট তথ্যকে ঠিকভাবে পুনরুৎপাদন করাকে বলে–
ক বিস্মৃতি খ অবক্ষয়
গ ভুল শিক্ষণ ঘ স্মৃতি
উ: ঘ

১১. যা পূর্বে শিক্ষা লাভ করা হয়েছে, তা স্মরণ করা কী?
ক স্মৃতি খ শক্তি
গ সময় ঘ বিস্মৃতি
উ: ক

১২. 'স্মৃতি হলো তথ্য সংরক্ষণের এমন ক্ষমতা, যা পরবর্তী সময়ে ব্যবহার করা যায়' কার সংজ্ঞা?
ক ক্রাইডার খ রাচ
গ উডওয়ার্থ ঘ মার্কুইস
উ: ক

১৩. কোনটি স্মৃতির প্রথম স্তর?
ক শিক্ষণ খ সংরক্ষণ
গ পুনর্জ্ঞান ঘ সংবেদী
উ: ক

১৪. তথ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রক্রিয়ার কেন্দ্র বিন্দু কোনটি?
ক স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি খ ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি
গ সময় ঘ ক্ষমতা
উ: ক

১৫. কোনটি আমাদের অনেক কিছুই ভুলিয়ে দেয়?
ক সময় খ ভয়
গ স্মৃতি ঘ লজ্জা
উ: ক

প্রথম পত্র
অধ্যায় ৯
প্রাথমিক পরিসংখ্যান

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ☑ **Statistics**-এর অর্থ– পরিসংখ্যান।
- ☑ প্রথমদিকে **Statistics** অর্থ ছিল– রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ।
- ☑ পরিসংখ্যানের প্রধান কাজ– সংখ্যাগতভাবে তথ্যসংগ্রহ করা।
- ☑ পরীক্ষণ পদ্ধতির পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়– পরিসংখ্যান।
- ☑ মনোবিজ্ঞান আচরণের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দেয়– পরিসংখ্যানের সাহায্যে।
- ☑ পরিসংখ্যানের সাহায্যে– উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতি পরিচালিত।
- ☑ প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্বানুমান করা হয়– পরিসংখ্যানের সাহায্যে।
- ☑ বস্তু, ঘটনা বা ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য পরিমাপকে– সাফল্যাংক বলা হয়।
- ☑ সাফল্যাংককে সুনির্দিষ্ট অনুক্রমে সাজালে পাওয়া যায়– সারি।
- ☑ যে সারির সাফল্যাংকগুলোর মধ্যের বিরামগুলোকে প্রয়োজন অনুসারে ভাগ করা যায় তাকে– অবিচ্ছিন্ন সারি বলে।
- ধারণাকে সংখ্যাত্মকভাবে প্রকাশ করাকে বলে– উপাত্ত।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. গবেষণা বা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য হলো সংগ্রহ করা–
ক সংখ্যা খ উপাত্ত
গ পরিসংখ্যান ঘ সারি
উ: খ

০২. যে সারির সাফল্যাংকসমূহ ফাঁক থাকে না তাকে বলে–
ক অবিচ্ছিন্ন সারি খ সারি
গ বিচ্ছিন্ন সারি ঘ সাফল্যাংক
উ: ক

০৩. যে সারির সাফল্যাংকসমূহের মধ্যে ফাঁক থাকে তাকে বলে–
ক সারি খ অবিচ্ছিন্ন
গ বিচ্ছিন্ন সারি ঘ সাফল্যাংক
উ: খ

০৪. অনুসন্ধান কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো–
ক সারি তৈরি খ উপাত্ত
গ গুণবাচক উপাত্ত ঘ সাফল্যাংকতৈরি
উ: খ

০৫. উপাত্ত বিভক্ত–
ক ২ ভাগে খ ৩ ভাগে
গ ৪ ভাগে ঘ ৬ ভাগে
উ: খ

০৬. বৈশিষ্ট্যে ভিত্তিতে উপাত্ত বিভক্ত–
ক ৩ ভাগে খ ৪ ভাগে
গ ২ ভাগে ঘ ৫ ভাগে
উ: খ

০৭. উৎসের ভিত্তিতে উপাত্ত বিভক্ত-
ক ৭ ভাগে খ ২ ভাগে
গ ৩ ভাগে ঘ ২ ভাগে
উ: ঘ

০৮. এলোমেলোভাবে থাকা উপাত্তকে বলে–
ক প্রাথমিক উপাত্ত খ মাধ্যমিক উপাত্ত
গ বিন্যস্ত উপাত্ত ঘ অবিন্যস্ত উপাত্ত
উ: ঘ

০৯. মূল উৎস থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা হয় এমন উপাত্তকে বলা হয়–
ক মাধ্যমিক খ প্রাথমিক
গ বিন্যস্ত ঘ অবিন্যস্ত
উ: খ

১০. বিন্যাসের ভিত্তিতে উপাত্ত বিভক্ত–
ক ২ ভাগে খ ৩ ভাগে
গ ১০ ভাগে ঘ ৪ ভাগে
উ: ক

১১. মনোবিজ্ঞান একটি কী নির্ভর আচরণ বিজ্ঞান?
ক পরীক্ষণ খ ফলাফল
গ শিক্ষণ ঘ গড়
উ: ক

১২. মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় কোনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা?
ক গবেষণা খ পরীক্ষণ
গ শিক্ষণ ঘ উপাদান বিশ্লেষণ
উ: খ

১৩. বিজ্ঞান মাত্রই কীসের বর্ণনা দেয়?
ক পরীক্ষা খ ফলাফল
গ পরিসংখ্যানের ঘ ঘটনা
উ: ঘ

১৪. মনোবিজ্ঞানের কোন উপায়ে অনুধ্যান করা করা হয়?
ক বিজ্ঞানসম্মত খ গবেষণা সংক্রান্ত
গ শিক্ষণ ঘ পরীক্ষণ
উ: ক

১৫. যেসব উপাত্ত মূল উৎস থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা হয় তাকে কী বলে?
ক মুখ্য উপাত্ত খ গৌণ উপাত্ত
গ শ্রেণি উপাত্ত ঘ গুণ
উ: ক

CamScanner